[২]

কল্পনার সাথে বাস্তবের দুরাধিক্রম্য সম্পর্কে বাগানের পরিকল্পনাটা মিইয়ে গেল দ্রুত। কিন্তু সাহিত্যরসের উনুনে আঁচ পরলো গনগনে।

তানিমার সাথে সন্দীপের ইমেল চলে দিনে পাঁচটা থেকে সাতটা। অভিমান হলে এক তরফা মানভঞ্জনের পালায় পঁচিশটাও চলতে পারে। পুরোটাই চলে রোমান বাংলায়। সমস্যা হচ্ছে এই যে, তাতে কাজ চলে, কিন্তু ভাবের জারক রসটা থাকে পাতলা। তাই বৌদির অনুরোধে সন্দীপ একটা বাংলা সফটওয়ার ইনস্টল করে খাঁটি বাংলায় লিখছে। আগে ইমেল মানে ছিল আবোল তাবোল যত রাজ্যের জোকস ফরওয়ার্ড করা। এখন সেখানে বৌদির অনুরোধে সৃজনশীলতার হাওয়া।

প্রথমে বাংলা টাইপিং স্পিডটা ছিল কম। ফলে লেখা শেষ করতে দেরী হতো। এমনিতেই সন্দীপ বাড়িতে পৌছায় রাত্রি নটার পর। লিখতে বসতে হয়ে যায় দশটা-পেছনে থাকে সকাল ছটায় উঠে ট্রেন ধরার তাড়া। এর মধ্যেও সে লেখে-মনের ভার কিছুটা লাঘব হয়। রাত্রিটে যেটুকু লেখা হয়, সমাপ্ত বা অসমাপ্ত পুরোটাই দেখাতে হয় বৌদিকে। সেটাই চুক্তি।

লেখা বলতে কবিতা। আরো স্পস্ট করে বললে প্রেমের কবিতা। অন্যকিছুর সময় কোথায়? তাও অধিকাংশ ই থাকে অসমাপ্ত। তানিমা শুনতে চাই লেজুরটা। কিন্তু হায়রে, আধুনিক কবিতার কি লেজ থাকে? পুরোটাই মাথা।

কবিতা কি ময়রার রসোগোল্লা নাকি? অর্ডার দিলেই রসে ফোলে? তবে যৌবনের জারক রস ভিন্ন। সেই রসে মশাও প্রেমের গদ্য গায়।

ইদানিং ইন্টারনেটের দৌলতে বাংলায় চলছে শখানেক ই-পত্রিকা। যেখানে সম্পাদকরা চিলের মতন হা পিত্যেস করে বসে থাকেন লেখকের জন্য। লেখক গুটিকয়েক, পত্রিকা অনেক। ওদের দুজনের প্রিয় আড্ডা নামে এক সাহিত্য ইপত্রিকা। সেখানে মর্মর মিত্র নামে এক কবি বেশ নাম করেছে। পাঠকদের বিচারে অনেক পত্রিকায় সেই শ্রেষ্ঠ কবি।

মর্মর মিত্র সন্দীপের না-পসন্দের তালিকায় ওপরের দিকে। ভদ্রলোক নাকি ন্যাকা, তাই লেখেও বাঁকা।

এক শনিবারে সন্দীপ এসেছে সাপ্তাহিক নেমতন্নের সাথে স্বরচিত অর্ধসমাপ্ত কবিতা গুলো পড়বে বলে।

দরজা খুললো মিতা। অন্যদিন সটান বৌদিকে হাঁক পাড়ে। আজ কি মনে করে মিতার সাথেই আধিক্যবহুল দু চার বাক্য বিনিময়।
হাঁক শোনাটা দোষের নয়-কিন্ত চাতকের মতন বসে থাকার পর, ও যদি মিতার

সাথে ফস্টি নস্টি শুরু করে, তাহলে সেই পুরুষকে জব্দ করার ছল নারী শিখেছে কোটিবছরের বিবর্তনে।

ঘরে ঢুকতেই দেখে তানিমা সোফার ওপর কতগুলো প্রিন্ট আউট মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। সন্দীপের আগমন ভ্রুক্ষেপ করলো না তানিমা। সন্দীপ পা দোলালো কিছুক্ষন। কম্পুটারের কাছে গিয়ে ইমেল চেক করলো। তবুও নো কম্যুনিকেশন। এমন ঘন নিস্তব্ধতা ভাঙার কাজটা বরাবর পুরুষের-'কিসে ডুব দিলে গো বৌদি?'

সারা নেই। অগত্যা বৌদির কাগজ পত্রে অনধিকার প্রবেশ। দেখে মর্মর মিত্রের কবিতার গুচ্ছ প্রিন্ট আউট।

সন্দীপ উচ্চস্বরে ব্যাঙ্গ করে উঠলো,

আজি এ প্রভাতে নবীন কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
এক দুর্মর মর্মর

তানিমা বললো 'হচ্ছেটা কি ? পড়তে দাও।'

সন্দীপ তানিমার পিঠের পেছনে দাঁড়িয়ে গলা ছারলো কণ্ঠ ছেরেঃ

'সব পাখি ঘরে আসে -সব নদী। ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন।
থাকে শুধু অন্ধকার-মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

তানিমা কৌতুহল দেখালো না। মুখটা ভাবলেশহীন। নিরুত্তাপ ভঙ্গীমায় শান্ত হয়ে বললো-আমি বাপু না বনলতা সেন, না চারুলতা। তুমি নিজের লেখা ছারা কিছুই পড়ো না। আগে জানতাম আমরা হিংসে নিয়ে জন্মেছি। সেটা তাও চোখে দেখা যায়-পুরুষের ঈর্ষা দেখি লাল লোহারও দড়।

সন্দীপ বললে-অহো নারী! উদারবল্লভী! করুনাগঙ্গোত্রী খরোস্রোতা!

-ঠাট্টা না করে বলে ফেলো।
-কম্প্যুটারের কাছে যেতে হবে।

সন্দীপের একটা কবিতা, যা তানিমার জন্মদিনের জন্য লেখা, সেটা আড্ডা ম্যাগাজিনে বেড়িয়েছে।

তানিমা কিছুক্ষন নিশ্চুপ রইলো।

সন্দীপ ভেবেছিল তানিমা খুশী হবে। বৌদির পিনড্রপ সাইলেন্স স্বপ্নাতীত।

-আড্ডায় যে সে লেখা পাবলিশ হয় না কিন্তু।

আঘাতটা অপ্রত্যাশিত। পুরুষ অহংবোধের কলকুন্ডলিনী কিন্তু প্রত্যাশিত ফল্গুধারা। লেখকের চেয়ে ইম্যাগাজিনের সংখ্যা বেশী। নেহাত কিশলয় পাঠ্য বালখিল্য কিছু না হলে কোন সম্পাদক ই ছারেন না-বিশেষত ছাপানোর খরচটা এখন শুন্য। সন্দীপ বোঝানোর চেস্টা করলো আড্ডা নাকি একবার সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতাও ফিরিয়ে দিয়েছে!

ভালো-শুনে খুশী হওয়ার চেস্টা করলো তানিমা। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন তেঁতুল গোলা ভাতের মতন গলায় ঠেকছে। হৃদয় নামক অবুঝ যন্ত্রটা কেন জানি বেসুরো আওয়াজ তুলছে।

তানিমা ভাবতো, সন্দীপের কবিতা সবই তার জন্য। তার জন্যেই লেখা, তাকেই পড়ানো। সন্দীপের সাহিত্য মনোসিংহাসনে সে একছত্র সম্রাজ্ঞী। সন্দীপের কবিতা অন্যরা প্রশংসা করছে, এটাতে আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্ত মন শুকিয়ে আছে রাজ্যহারা সিংহাসন পানে।

এক পাঠকে, এক পত্রিকার গন্ডীতে কোন লেখকেরই আত্মোদর পূর্তি হয় না। সন্দীপের কবিতা ইন্টারনেটের যাবতীয় ম্যাগাজিনে ব্যাঙের ছাতার মতন বাড়তে লাগলো। প্রশংসা আসতে থাকলো ইমেলে। কিছু নামে। কিছু বেনামে। কিছু ইমেল ছিলো মেয়েদের নামে। তবে ইন্টারনেটে লেখকদের লিঙ্গ জানেন অন্তর্যামি। কিন্তু তা তানিমাকে বোঝায় কার সাধ্য। মেয়েদের নামাঙ্কিত ইমেলগুলো প্রথমে ফরওয়ার্ড করতো। তানিমা উত্তর দিতো একটু বেশী দ্রুত-কিন্তু মনের অপরাহ্নের ছায়াটা নামতো আরো দ্রুত। আগে কবিতার সেতু বন্ধনে এপার ওপার করতো তানিমা-সন্দীপ। এখন সেই সেতু পাবলিক-যাতায়াত করে ইন্টারনেটের যাবতীয় বাঙালী পাঠক পাঠিকা।

শান্তনু একদিন ডিনারে হঠাৎ বললে ‘তুমি জানো আমাদের সন্দীপ কত ভালো কবিতা লেখে?

তানিমা খুশি। শান্তনু সন্দীপের বস বটে-কিন্তু সে অনান্যদের চেয়ে আলাদা-অনেক আলাদা । শান্তনু সেটা বুঝুক এতেই সে খুশি। এমনিতে সন্দীপের ক্রমবর্ধমান পাঠকে তার সুখ নেই। কিন্তু শান্তনুর এই কথাটা ঠেকলো একটু অন্যরকম।

-তুমি পড়েছ ওর লেখা?
-তেমন আর সময় পাই কোথায়? অনিল বাংলা কবিতা বোঝে ভালো। ওই বললো।

শান্তনুর মনে সন্দীপ সম্মন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে, এটাতে তানিমা শুধু খুশি ই

হলো না। সন্দীপ সম্মন্ধে তার মনে এই সফট জায়গাটা কালবৈশাখির সন্ধ্যার এক ঝলকা ঠান্ডা বাতাসের মতন উপভোগ্য।